দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

পরীক্ষা পাসের দাওয়াই ঃ গাইড টেস্ট পেপারস সাজেশনস নোট বই

আবদাল আহমদ ঃ *"ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুখবর। পরীক্ষা পাস ও ভাল রেজাল্টের ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে বের হয়েছে এসএসসি টেষ্ট পেপারস। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরীক্ষকমন্ডলী দ্বারা এটি প্রণীত। এতে রয়েছে সম্ভাব্য রচনামূলক প্রশ্ন এবং টাস্ক ফোর্সের (প্রশ্ন ব্যাংক) ৫০০ প্রশ্ন থেকে বাছাইকৃত সম্ভাব্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী ও তার উত্তর। আরও রয়েছে পরীক্ষার্থীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ।"*

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন। পরীক্ষা পাস ও ভাল রেজাল্টের নিশ্চয়তা দিয়ে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রতিদিন বের হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। একটি নয়, দুটি নয়। বাংলাবাজার ও অন্যান্য এলাকার বহুসংখ্যক প্রকাশনী এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। শুধু এসএসসি পরীক্ষাই নয় এইচএসসি, ডিগ্রী পাস পরীক্ষা, অনার্স ও মাস্টার্সের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, ল' পরীক্ষা, বৃত্তি পরীক্ষা এবং স্কুলের (৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

67

পরীক্ষা পাসের দাওয়াই

(প্রথম পৃঃ পর)

বার্ষিক পরীক্ষারও সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও উত্তরের গাইড বের হচ্ছে।

কেউ বের করছে সাজেশনস, কেউ বের করছে টেস্ট পেপারস। কেউ এগুলির নাম দিয়েছে গাইড, কেউ সহায়িকা। কোনটির নাম 'টিউটর', কোনটি নোট বুক।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখন প্রতিযোগিতা চলছে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা নয়, উন্নতমানের গাইড, টেস্ট পেপারস, সাজেশনস ও নোট বুক রচনার। এসব নোট ও গাইডের 'সাপ্লায়ার' হচ্ছে বাংলা-বাজারের প্রকাশনা সংস্থা। অবস্থা এমন যেন ঐসব ব্যবসায়ীরা ছাত্রছাত্রীদের পাস করানো কিংবা ভাল রেজাল্ট করানোর দায়িত্বনিয়েছে।

শিক্ষা এখন গাইড, নোট, সাজেশনস ও কোচিং নির্ভর হয়ে পড়েছে। টেকস্ট বুকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের তেমন কোন যোগাযোগ নেই। ফলে সার্বিকভাবে শিক্ষা এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানগুলো হয়ে উঠেছে পরীক্ষা দেয়ার জন্য একটি সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার 'অনুমোদন সংগঠন' মাত্র। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রেশনের সহায়তা করছে, পরীক্ষার ফরম পূরণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এবং পরীক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে মাত্র। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে বলতে গেলে পড়াশুনা করার বা জ্ঞান বিতরণ করা হয়ে উঠেছে গৌণ বিষয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এ অবস্থা চলছে।

নামী-দামী স্কুল কলেজের শিক্ষকরা একশ্রেণীর প্রকাশকদের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। এদের 'টিকি' প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছে বাধা। এরা টেকস্ট বই লিখে দিচ্ছে। নোট, গাইড, টেস্ট পেপারস করে দিচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সাজেশনস বের করার পরামর্শ দিয়ে প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আদায় করছে পরামর্শ ফি, লেখার মোটা অংকের টাকা। তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় এসব কাজে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা পড়াবে কখন? ঐসব তথাকথিত বইয়ে তারা সম্ভাব্য প্রশ্ন বেছে দিচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও এসব গাইড অনুযায়ী হচ্ছে। মোট কথা প্রকাশক এবং গাইড, নোট, সাজেশনস, টেস্ট পেপারস ইত্যাদি প্রণেতা শিক্ষক ও প্রশ্ন প্রণয়নকারী শিক্ষকদের একটি চক্রের হাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যতবাধাপড়েছে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রতিবছর বাজারে অসংখ্য টেস্ট পেপারস, সাজেশনস ও গাইড বই বের হয়। টেস্ট পেপারস সাধারণত বিভিন্ন স্কুল কলেজের এসএসসি, এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষার পর বের হয়। স্কুল-কলেজ-গুলোর টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন এবং চারটি শিক্ষা বোর্ডের কয়েক বছরের প্রশ্ন নিয়ে টেস্ট পেপার প্রণীত হয়। নতুন সিলেবাস তৈরীর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ 'টাস্কফোর্স' নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ৫০০ নমুনা প্রশ্নমালা (প্রশ্ন ব্যাংক) তৈরী করেছে। এই প্রশ্নমালাও এখন টেস্ট পেপারে সংযো-জিতথাকে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার গাইড

এদিকে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালারও বিভিন্ন গাইড বেরিয়ে গেছে বাজারে। প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার আলাদা আলাদা বই শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে। এগুলো জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষককে দেয়া হয়। যাতে শিক্ষকরা নিজে পড়ে সেগুলো ক্লাসে ছাত্রদের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একশ্রেণীর প্রকাশনী সংস্থা সবগুলো বিষয়কে একত্রে করে একেক ধরনের গাইড হিসাবে বাজারে ছেড়েছে। বাজারে এগুলো বিভিন্ন নামে রয়েছে, যেমন-গ্যালাক্সি, উদয়ন, অনুপম, এটম গাইডইত্যাদি।

সাজেশনস, টিউটর, নোট বই

প্রাইমারী স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের উপর এখন বের হচ্ছে নোট বই, গাইড বই ও সাজেশনস বা টিউটর। পরী-ক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর এবং সেরা স্কুল কলেজের প্রশ্ন ও উত্তর সংগ্রহ করে তৈরি হচ্ছে সাজেশনস। তেমনি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রীর বিভিন্ন সাবজেক্ট-এর সাজেশনস বের হচ্ছে। যেমন রসায়ন টিউটরের কথাই ধরা যাক। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ করে তৈরি হচ্ছে রসায়ন টিউটর। একইভাবে পদার্থ, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি-সহ বিভিন্ন বিষয়ের টিউটর বের করা হচ্ছে।

ভর্তি সহায়িকা

বিশ্ববিদ্যালযে, অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি কোর্সে ভর্তি এখন খুবই প্রতিযোগিতা-মূলক। প্রতি বছর এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৭০ থেকে ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী। ভর্তি হতে পারে মাত্র ১৮/১৯ হাজার। ৭০/৮০ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রতিযো-গিতাকে সামনে রেখে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার ভর্তির ব্যবসা চলে। বাজারে পাওয়া যায় হরেক রকম গাইড। অন্তত-পক্ষে ১৫ ধরনের ভর্তি গাইডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গাইড ছাড়াও এ ব্যাপারে চলে কোচিং।

টেস্ট পেপারস ও শিক্ষক সমিতি

এসএসসি ও এইচএসসির যেসব টেস্ট পেপারস বের হয় সেগুলির একে-কটির প্রতি একেক সমিতির সমর্থন থাকে। টেস্ট পেপারস বিক্রেতারা শিক্ষক সমিতিকে এ ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদা দিয়ে থাকে। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। বাজারে বেরিয়ে গেছে এসএস-সির টেস্ট পেপারস। শরীফ পাবলি-কেশনস যে টেস্ট পেপারস বের করেছে তার বিজ্ঞাপন দিয়েছে এভাবে-'১৯৯১-৯২ সালের টেস্ট পেপারস। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এস এস আরশাদ আলী এবং মহাসচিব নজরুল ইসলামের সাথে চুক্তি মোতাবেক বিটিএ ও শরীফ পাবলিকেশনস কর্তৃক প্রকাশিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরীক্ষকমন্ডলী দ্বারা সম্পাদিত টেস্ট পেপারস।' গ্লোব লাইব্রেরী যে টেস্ট পেপারস বের করেছে তার বিজ্ঞাপন হচ্ছে-'শিক্ষক সমিতির (কামরুজ্জামান) সমর্থিত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসহ টাস্কফোর্স প্রণীত নমুনা প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর চিহ্নিত করা হয়েছে এই টেস্ট পেপারস-এ।' একইভাবে আদিল ব্রাদার্স এবং অন্যান্য প্রকাশনীও টেস্ট পেপারস বের করেছে।

অভিভাবকদের দুর্ভোগ

ছাত্র সমাজ শিক্ষাঙ্গনের বৈরী পরি-বেশের কারণে স্কুল-কলেজের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। তারা এখন নির্ভর করছে নোট গাইড, টেস্ট পেপারস, বাসায় টিউটর ও কোচিং-সেন্টারে কোচিং-এর উপর। এর ফলে অভিভাবকদের দুর্ভোগের শেষ নেই। স্কুল কলেজে ভর্তির প্রথম পর্বে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের কিনে দিতে হয় টেকস্ট বই খাতা। কদিন পর কিনে দিতে হয় পাসের জন্য গাদাগাদা টিউটর জাতীয় পুস্তকাদি। অনেক অভি-ভাবকের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তারা এসব নোট বা সাজেশনের বই কিনে দিতে অস্বীকার করলে এবং টেকস্ট বই পড়ার কথা বললে তাদের সন্তানরা জবাবে বলেছে-'টেকস্ট পড়ে কি হবে? প্রশ্ন তো আসবে গাইড থেকে। গাইড কিনেদাও। স্যার বলেছে'।

অভিভাবকদের দুর্ভোগের এখানেই শেষ নয়। এই গাইড টেস্ট পেপারস পড়ানোর জন্য আবার কোচিং নিতে হয়। স্কুল কলেজে টিউশন ফি, পরীক্ষা ফি, যাতাযাত ফি ইত্যাদি ফি তো দিতেই হয়। অর্থাৎ সন্তানের শিক্ষার জন্য অভি-ভাবকদের এখন 'কমপালসারী' দুদিকেই টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

শিক্ষা এখন ব্যক্তি উদ্যোগ নির্ভর

এর ফলে শিক্ষা এখন আর প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়। শিক্ষা এখন ব্যক্তি উদ্যোগ নির্ভর। এই উদ্যোগ অভিভাবককে তার সন্তানের স্বার্থেই নিতে হচ্ছে। অথচ উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ছাত্রছাত্রীরা এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৌড়ায় না। কোথায় গেলে প্রশ্ন পাওয়া যাবে, কোন শিক্ষকের কাছে গেলে ভাল সাজেশন পাওয়া যাবে, সেই শিক্ষক বনানী না ধানমন্ডী, কোন ছাত্রের কাছে ভাল নোট আছে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা ছুটছে।